দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ 18 APR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

83

প্রাইমারী শিক্ষা

বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি দেশে আরও প্রাথমিক বিদ্যালয় রাষ্ট্রায়ত্ত করার আবেদন জানিয়েছে। সমিতির সম্প্রতি সমাপ্ত ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান থেকে আহ্বান জানান হয় যে, দু হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আরও প্রাথমিক বিদ্যালয় করা প্রয়োজন। সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার।

সাক্ষরতা সমিতির হিসাবে বাংলাদেশে ১১ কোটি লোকের মধ্যে সাক্ষর লোকের সংখ্যা ২ কোটি ৮৫ লাখ। অর্থাৎ সাক্ষরতার হারে শতকরা ২৬ জন। এসএসসি কিংবা তার চেয়ে উচ্চ ডিগ্রিধারী লোকের সংখ্যা মাত্র ৬০ লাখ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী ছেলেমেয়ের সংখ্যা ১ কোটি ৬০ লাখ। বয়স্ক লোকের সংখ্যা ৫ কোটি ১৫ লাখ। এদের মধ্যে প্রায় ৩ কোটিই নিরক্ষর। দেশে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৪৫ হাজার। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ কোটি ১০ লাখ। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ১ লাখ ৯০ হাজার। অর্থাৎ প্রতি ২৪৫ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একটি স্কুল ও প্রতি ৫৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক আছে।

আজকের হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে দু হাজার সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৪ কোটি ২৫ লাখ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা হবে প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখ, বয়স্ক লোকের সংখ্যা হবে প্রায় ৭ কোটি ৩০ লাখ। এদের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লাখ হবে নিরক্ষর। এ হিসাব অনুযায়ী দু হাজার সাল নাগাদ বাড়তি ১ কোটি ২০ লাখ শিশুকে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করতে হবে। এদের জন্য প্রয়োজন হবে আরও দু লাখ দশ হাজার শিক্ষকের। বয়স্কদের জন্য প্রয়োজন হবে ৪ লাখ ৮০ হাজার শিক্ষকের।

বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন জানিয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত মে মাস থেকে নতুন বিদ্যালয় অনুমোদন দেয়া বন্ধ রয়েছে। সরকার নতুন কোন স্কুল-কলেজের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। সাক্ষরতা সমিতির মতে এ ঘোষণা সাক্ষরতা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে, তাঁরা বলেছেন, দেশে ছয় হাজারেরও বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয় ইতিমধ্যেই রেজিস্ট্রী করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে এই রেজিস্ট্রীকৃত স্কুলগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়। আমরা আশা করব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।